তারিখ 13 OCT 2011
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

যুগান্তর

মাদকের নেশায় বুঁদ শিক্ষার্থীরা

কলেজ-ভার্সিটিতে নিরাপদে মাদকসেবন

▶▶ সাইফুল ইসলাম খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ দেশের শীর্ষ এ তিন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান রাজধানীর পুরান ঢাকায়। প্রায় একই ক্যাম্পাসে তথা পাশাপাশি এ তিন শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান। শত সংগ্রাম আর তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভর্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হন এসব প্রতিষ্ঠানে। বিগত কয়েক বছরে দেশের শীর্ষস্থানীয় এ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ার হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে।

এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, ৭৩ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মানসিক হতাশায় জর্জরিত। ৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা নিয়ে হতাশ। মা-বাবা ও পরিবারের জন্য ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী নিজের পছন্দের বিষয়ে পড়ে না। প্রথমবর্ষের চেয়ে চতুর্থবর্ষে শিক্ষার্থীর হতাশার মাত্রা ৪ গুণ বেড়ে যায়। ১৭ ভাগ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রপআউটের খাতায় নাম লেখায়। ভবিষ্যৎ পেশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫ ভাগ শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তায় ভোগে। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে ৩ বছর পর্যন্ত চাকরি পায় না ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। ৭৯ শতাংশ শিক্ষার্থী নিজ পছন্দের পেশায় কাজের সুযোগ পায় না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ হতাশার চিত্র তাদের মাদকাসক্ত করার পেছনে অন্যতম বড় ভূমিকা পালন করে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট ক্যাম্পাসের আশপাশেই ছড়িয়ে আছে বিশাল মাদকচক্র। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, গাউসুল আজম মার্কেট, নিউমার্কেটের ১নং গেট ও তার আশপাশের এলাকা, পলাশী, আজিমপুর মেটার্নি হাসপাতাল, কলোনি এলাকা, ঢাকা মেডিকেল গেট, চানখাঁরপুল এলাকার ফুটপাত, বকশীবাজার মোড়, শহীদ মিনারের পেছন দিকসহ আশপাশের বেশ কয়েকটি স্থানে সন্ধ্যার পর থেকে স্বল্পমূল্যে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় প্রায় প্রতিদিনই বিক্রি হয় বিভিন্ন নেশাদ্রব্য। কখনও কখনও বিশেষ সংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে লেনদেন সারেন মাদক ক্রেতা-বিক্রেতারা। শিক্ষার্থী প্রধান এ এলাকায় মাদকসেবীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়ছে মাদকদ্রব্যের সরবরাহের হারও। হাত বাড়ালেই গাঁজা, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেডিনসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য পেয়ে যাচ্ছেন খরিদ্দাররা। নিত্যনতুন কৌশলে বিক্রি হওয়ায় এসব মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতার ফলে ক্রেতার সংখ্যাও বাড়ছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ বিক্রেতা রিকশাচালক। রিকশার সিটের ভেতরে রেখে, পান-সিগারেটের ডালার ভেতর করে দেদারসে চলছে গাঁজা বিক্রি। এ এলাকার রিকশাওয়ালাদের বড় একটি অংশকে প্রায় সময়ই নির্জন স্থানে দলবদ্ধভাবে শুয়ে-বসে থাকতে দেখা যায়। পলাশী থেকে চানখাঁরপুলে এবং পার্শ্ববর্তী সংযোগ সড়কের দুই পাশ ধরে থামিয়ে রাখা রিকশাগুলোতে চলে রমরমা গাঁজার ব্যবসা। এসব রিকশাচালক খালি রিকশা নিয়ে ঘোরাঘুরির আড়ালে সিগারেটের ভেতরে গাঁজা ভরে বিক্রি করছে।

বুয়েট ক্যাম্পাসের মূল ফটকের কাছের রাস্তার ওপর থাকা ফুটওভার ব্রিজটি প্রায় সময়ই নির্জন থাকে। আর সেই সুযোগে এখানে আসর বসায় মাদকসেবীরা। বহিরাগত ছাড়াও সেখানে মাদকসেবনে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের ছাত্ররা। এ ব্রিজটিতে শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাঁজা সেবনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ছাত্রলীগের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার রাতে গাঁজা সেবন করা নিয়ে জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ তালুকদারের কর্মী ও বুয়েট ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্য কথা কাটাকাটি হয়। এ ঘটনার জের ধরে পরদিন শুক্রবার বিকালে জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ কর্মী ইমরানকে বুয়েট ক্যাম্পাসে আটকে রাখে বুয়েট ছাত্রলীগ কর্মীরা। বিষয়টি জানতে পেরে ঢাবির জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের অন্য কর্মীরা ইমরানকে ছাড়িয়ে আনতে যান। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে লাঠিসোটা, রড হাতে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে সৌরভ, দিব্য, অনিক, মহুরি ও সাদমান নামের বুয়েট ছাত্রলীগের পাঁচ কর্মী আহত হন।

গত ৬ জুলাই রাত ১১টার দিকে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে মাদকসেবনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীসহ ২৬ জন পুলিশের হাতে আটক হয়েছিল। সন্ধ্যার পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আটকরা সেখানে প্রবেশ করে মাদকসেবন করছিলেন। ২৫ মে রাত সাড়ে ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ ভবনের মাঠে এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ দুইজনকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। তারা আইন অনুষদের খোলা মাঠে বসে প্রকাশ্যে গাঁজা টানছিলেন। এসময় অনুষদের কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে গাঁজা টানার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাদের মধ্যে একজন নিজেকে পুলিশ কর্মকর্তা বলে পরিচয় দেন। পরে তাদের ধরে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায় শিক্ষার্থীরা। আটক হওয়া ওই পুলিশ কর্মকর্তা হলেন নিউমার্কেট থানার এসআই মাকফুর রহমান।

নেশার জগতে বাড়ানো হাত : শিক্ষার্থীদের মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ার হার আশঙ্কাজনক

রোববার সন্ধ্যা ৭টা ৩ মিনিটের দিকে শাহবাগ থানা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে (শাহবাগ থেকে টিএসসিগামী রুটে) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসংলগ্ন ফুটপাতে দেখা গেল প্রকাশ্যেই ছোট স্টিলের কাঁচি দিয়ে কট কট করে গাঁজা কাটছেন একজন। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আরও তিনজন। এ প্রতিবেদক সেখানে যেতেই বিক্রেতা বলে উঠল, 'মামা এম্নে খাড়াইলে তো আমারে ধইরা নিব। মাল (গাঁজা) নিলে ৩০ টাকা দেন, এক স্টিক পাবেন।' সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, সন্ধ্যার পর উদ্যান বন্ধ থাকলেও উদ্যানের দেয়াল টপকে ছিন্নমূল মানুষ ভেতর থেকে গাঁজার ব্যবসা চালাচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকে চারুকলা অনুষদের বিপরীত দিকের ফুটপাত দিয়ে বাংলা একাডেমি এবং তিন নেতার মাজার পর্যন্ত হেঁটে গেলে গাঁজার উৎকট গন্ধ নাকে লাগবে। জানা গেছে, রাতের বেলা পারমাণু শক্তি কমিশনের সঙ্গে থাকা মাজারকে ঘিরে, শহীদ মিনারের পেছনের বন্ধ মাজারের চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন নেশা দ্রব্যের আসর বসে।

চানখাঁরপুল ও তার আশপাশের এলাকায় প্রকাশ্যেই দেখা যায় মাদকসেবন করতে। কেউ ইনজেকশন নিচ্ছে, কেউ গাঁজা বানাচ্ছে, কেউ পলিথিনের মধ্যে আঠা দিয়ে ফুঁকাচ্ছে। সিগারেট থেকে তামাক ফেলে দিয়ে সিগারেটের মধ্যে ঢুকানো হয় গাঁজাপাতা, নাম দেয়া হয় স্টিক। প্রতি স্টিক বিক্রি হয় ২০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কারওয়ানবাজারে বড় মাপের তামাক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তারা গাঁজাপাতা সংগ্রহ করে এখানে এনে বিক্রি করেন।

মাদকের এ কালো থাবা দিন দিন গ্রাস করছে শিক্ষার্থীদের। এদিকে মাদকের ক্রেতা বেশি হওয়ায় বিক্রেতারাও স্বল্পমূল্যে নেশা দ্রব্যের জোগান দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরুণ শিক্ষার্থীরা এ এলাকা থেকে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিক্রেতা জানান, তার কাছে প্রতি রাতে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী মাদকদ্রব্য কিনতে আসেন। তবে ছাত্ররা ঠিকভাবে টাকা দেয় না। বিভিন্ন জায়গায় উল্টো তাদের চাঁদা দিতে হয়। ছাত্রদের অনেকে কেবল নিয়মিত সেবনই করে না, নিয়ন্ত্রণ করেন বড় বড় মাদকচক্র। সহজলভ্য হওয়ায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে হেঁটে, বাইকে ও প্রাইভেট কারে চড়ে এখান থেকে মাদক কিনে নিয়ে যায় অনেক মাদকসেবী। মাদকের এ কালো থাবা দিন দিন গ্রাস করছে শিক্ষার্থীদের। সন্ধ্যার পর তারা কম আলোয় নির্জন স্থানে, হলের মাঠে, ছাদে এবং কখনও কখনও রুমে বসেও মাদকের জমজমাট আড্ডা বসান। সহজলভ্য আর ব্যবহারের নিরাপদ স্থান হওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মাদকের এ বিষাক্ত জগৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বলে পুলিশও তাদের গ্রেফতার করতে সাহস পায় না।

শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, যেখানে এতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেখানে নেশাদ্রব্য এত সহজলভ্য কেন? পাশে শাহবাগ আর নিউমার্কেট থানা থাকা সত্ত্বেও কী করে এসব ছড়ায়? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মীর আরশাদুল হক বলেন, ঢাবি, বুয়েট, মেডিকেল, ক্যাম্পাস এরিয়া দেখে সবাই ভাবে, এটা শুধুই পড়ালেখার জায়গা। এর ভেতরে যে আন্ডারওয়ার্ল্ড আছে, একটা অন্ধকার জগৎ আছে তা কেউ দেখে না।

চানখাঁরপুলে বাঁশি নামে ভিন্নধর্মী এক ধরনের মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়। বাঁশির পুরো নাম তামাকবাঁশি। প্রশাসনের দৃষ্টি এড়াতে তামাক শব্দ বাদ দিয়ে শুধু বাঁশি নামে চলে নেশা করার নতুন এ উপকরণটি। বাঁশি মূলত গাঁজা স্টিকের বড় ভার্সন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম গোলাম রব্বানী প্রতিমঞ্চকে বলেন, ক্যাম্পাসে মাদকসেবনসহ সব বিষয়ে সবসময় সতর্ক অবস্থায় আছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। রাতে পুলিশের পাশাপাশি প্রক্টরিয়াল টিমের গাড়ি ক্যাম্পাসে টহল দেয়। মাদকের সঙ্গে কারও সংশ্লিষ্টতা পেলে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল হাসান প্রতিমঞ্চকে বলেন, প্রতিদিন ক্যাম্পাসের আশেপাশের প্রতিটি স্পটে পুলিশ সতর্ক অবস্থায় আছে। টহল পুলিশ প্রতিদিনই তাদের দায়িত্ব পালন করছে। নতুন করে কোন স্পট বা মাদকের কারবার হচ্ছে এমন খবর পেলে আইনশৃংখলা বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত আছে। ■